বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ এর ২০ বছর

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে অনুপার্জিত আয় ভোগ হতে রাষ্ট্রের জনগণকে বিরত রাখার বিধান রেখে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং কার্যক্রম পরিপালনের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দিয়ে আর্থিক খাতের গোয়েন্দা সংস্থা 'বিএফআইইউ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার অর্থনৈতিক খাতকে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধিমালা প্রণয়ন, ঝুঁকি নিরূপণ, কৌশলপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও দপ্তরের কার্যকর পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'কমপ্লায়েন্ট কান্ট্রি'। এই অর্জনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসহ সকল রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য সকলকে আমার পক্ষ থেকে অভিবাদন। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মর্যাদাপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। ২০৪১ সাল নাগাদ 'সোনার বাংলাদেশ' তথা উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াবে বাংলাদেশ। সকল আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। গত সাড়ে ১৩ বছরের আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং জনগণের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফসল আজকের এই প্রাপ্তি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। আসুন, আমরা সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এ দেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হই।

আমি 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাণী

আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের ২০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ আয়োজন আর্থিক খাতের অংশীজনদের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও অর্থ পাচার প্রতিরোধে যে মেলবন্ধন রয়েছে তা আরো দৃঢ়তর করবে বলে আমি আশা করি।

কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাতের পরেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সক্ষমতা সূচকে ক্রমাগত উন্নতি ও সাফল্য বাংলাদেশকে আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত করেছে। এ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য আর্থিক খাতকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি থেকে রক্ষার বিষয়টি অপরিহার্য। আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক যেমন ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তেমনি বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিরূপণকরত তা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

২০০২ সালে বাংলাদেশে প্রথম মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন জারির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অপরাধ মুক্ত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, সময়ের পরিক্রমায় তা আজকে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ কাঠামোয় পরিণত হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও অর্জন করেছে নানা স্বীকৃতি। সর্বশেষ মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের বিপরীতে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বের অনেক উন্নত অর্থনীতির দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি বিএফআইইউসহ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কঠোর দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য অর্থ পাচার একটি অন্যতম বড় সমস্যা। এটি অর্থনীতির আন্ত:রক্তক্ষরণ হিসেবে বিবেচিত। এর ফলে বিনিয়োগ, কর্ম সঞ্চালন ও উৎপাদন হ্রাস পায়। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়। তাই এ ধরনের আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে আর্থিক খাতসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

আমি আশা করছি, বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ আয়োজন আর্থিক খাতসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সজাগ করার মাধ্যমে আর্থিক অপরাধ ও অর্থ পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক হবে। আর এভাবেই বাংলাদেশ তার অভীষ্ট লক্ষ্য তথা ২০৪১ সনের মধ্যে উন্নত অর্থনীতির কাতারে পৌছাবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা সব সময় ছিল এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমি এ আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ফজলে কবির)

প্রধান কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বিএফআইইউ ২০ বছর অতিক্রম করছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করে। এরপর সময়ের পরিক্রমায় নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিসেবে আজ বিশ্বে স্বীকৃত। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর জন্য এ অর্জন অত্যন্ত গর্বের।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং এফএটিএফ এর ৪০টি সুপারিশের প্রত্যেকটি সুপারিশের বিপরীতে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বের হয় এবং ২০১৬ সালে মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনে এপিজি ও এর ৪১টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিএফআইইউ ২০১৩ সালে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন এগমন্ট গ্রুপ এর সদস্যপদ লাভ করে এবং তখন থেকেই এগমন্ট সিকিউর ওয়েব এর মাধ্যমে এগমন্ট গ্রুপের ১৬৭টি সদস্য এফআইইউসমূহের সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য বিনিময় করছে। এছাড়াও বিএফআইইউ ৭৮টি দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে; যা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য বিনিময় সহজ করেছে ।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে বিএফআইইউ অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা।

(মোঃ মাসুদ বিশ্বাস)

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগদান করার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার অবৈধ হুন্ডি তৎপরতা, বিদেশে অর্থ পাচার এবং মানিলন্ডারিং তৎপরতা প্রতিরোধ ও দমনের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২৭ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসভিত্তিক ৭টি আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠন করে এবং এপ্রিল ২০০২ এ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন জারি করে। উক্ত আইনে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য ১৮ জুন ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ' নামে একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে, যা ২০১২ সালে পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) নাম ধারণ করে।

২০০২ সালে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক ইভাল্যুয়েশনে বাংলাদেশ নন-কমপ্লায়েন্ট রেটিং প্রাপ্ত হয়। আবার, এপিজি কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ সালে দ্বিতীয় পর্বের মিউচ্যুয়াল ইভাল্যুয়েশনে এফএটিএফ এর (তৎকালীন ৪০+৯ টি সুপারিশ) ১৪টি 'কোর এন্ড কি' সুপারিশের মধ্যে ১২টি সুপারিশেই বাংলাদেশ নন-কমপ্লায়েন্ট রেটিং প্রাপ্ত হওয়ায় অক্টোবর ২০১০ এ বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে এফএটিএফ এর রীতি অনুযায়ী International Cooperation Review Group (ICRG) প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা ছিল তথাকথিত 'কালো তালিকা' ভুক্তির পূর্ববর্তী পর্যায়। আইসিআরজি প্রক্রিয়া হলো এক ধরনের 'ন্যামিং এন্ড শ্যামিং' প্রক্রিয়া, যেখানে তালিকাভুক্ত দেশ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় দেশটির আন্তর্জাতিক লেনদেনে অতিরিক্ত রিস্ক প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয় বিধায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যয়বহুল এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান প্রাপ্তি দূরূহ হয়ে পড়ে।

এফএটিএফ এর ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বেরিয়ে আসার পর্যায়ে বাংলাদেশ যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয়। আইসিআরজি প্রক্রিয়া থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে ০২ আগস্ট ২০১০ তারিখে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে ২১ সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি গঠনসহ একটি সময়নির্দেশক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২০০৯ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের মিউচ্যুয়াল ইভাল্যুয়েশন প্রতিবেদন প্রকাশের পর তৎকালীন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ ০৩ মার্চ ২০১০ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিস্তারিত সার্কুলার জারি করে। এতদ্ব্যতীত, প্রতিষ্ঠা হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগের কার্যক্রম প্রধানত ব্যাংকের মধ্যে সীমিত থাকলেও পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে মানিচেঞ্জার ও বিমা কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শেয়ার বাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবীদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ গাইডলাইনস জারি করে। এছাড়া, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, আন্তদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফার এবং শেয়ার বাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিপালনীয় নির্দেশনা জারি করা হয়। Extradition Act, 1974-এ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নকে শিডিউলভুক্ত অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ স্বীয় প্রচেষ্টায় ২০১১ সালে প্রথম মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক জাতীয় ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং নিরূপিত ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০১১-২০১৩ মেয়াদে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। অপরদিকে, বাংলাদেশে একটি সুসংহত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ জারিপূর্বক ২৪ ধারার বিধান মোতাবেক পৃথক কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)" প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি, সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারি করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুল্যুশন বাস্তবায়ন ও আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে। এছাড়া, কার্যকর মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ (২০১৯ সালে সংশোধিত), সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা বিধিমালা, ২০১৩ জারি করা হয়।

এফএটিএফ এর আইসিআরজি প্রক্রিয়া একটি দেশের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হলেও বিএফআইইউ এ প্রক্রিয়াটিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ব্যাপক ও মৌলিক উন্নতি সাধন করে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'জিরো টলারেন্স' নীতি বিএফআইইউ এর সকল উদ্যোগকে সফল করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেপ্টেম্বর ২০১৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশ তার অঙ্গীকার মোতাবেক সময়নির্দেশক কর্মপরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সালে এফএটিএফ প্লেনাারি সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বেরিয়ে আসে। ২০১৩ সালের ৩ জুলাই বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহের সংগঠন এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করে। দুটি ঘটনাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ় করে।

৩য় পর্বে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল্যায়নে এপিজি'র মূল্যায়নকারী দল অক্টোবর ২০১৫ এ বাংলাদেশ সফরে সরকারের ২৬টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এবং ২৫ ধরনের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সাথে ৪৫টি সভায় মিলিত হয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূল্যায়নে বাংলাদেশ খুবই ভালো রেটিং প্রাপ্ত হলেও আইন বাস্তবায়ন অংশে আশানুরূপ রেটিং না হওয়ায় বাংলাদেশ আবারও ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এপিজি প্লেনারি সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। এর ফলে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রেটিং এ অঞ্চলের অনেক দেশ যেমন শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভুটান, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ফিজি হতে অনেক ভালো হয়। আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনায় বাংলাদেশের প্রাপ্ত রেটিং অনেক উন্নত দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নরওয়ের চেয়েও ভাল ছিল।

মিউচ্যুয়াল ইভাল্যুয়েশন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবেদনে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে নীতি প্রণয়নের সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্মুক্ত নীতি ও বিএফআইইউ এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসাপূর্বক 'BFIU is the strongest building block in the AML/CFT regime of Bangladesh' মর্মে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। একটি দেশের আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কার্যকারিতা মূল্যায়নে দেশটির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি ও প্রেক্ষিতের আলোকে কতিপয় তথ্য পর্যালোচনা করা হয়, যার অন্যতম হলো সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমের সংখ্যা, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিনিময়কৃত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সংখ্যা, তদন্ত ও অপরাধ সাব্যস্তকরণের সংখ্যা ও মাত্রা, অপরাধলব্ধ অর্থ বা সম্পত্তি জব্দ বা বাজেয়াপ্তকরণের পরিমাণ ইত্যাদি। ২০১০ সালে বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত এসটিআর এর সংখ্যা ও গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৭টি ও ১৭টি; যা ২০২১ সালে যথাক্রমে ৬৬৫৪টি ও ২০টি তে এসে দাঁড়িয়েছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণের পরিমাণ যে হারে বেড়েছে, তদন্তের পর অপরাধ সাব্যস্তকরণ সে হারে না বাড়লেও অপরাধীকে তার অপরাধলব্ধ আয়ের লাভজনক বিনিয়োগ ও ভোগ হতে বঞ্চিতকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ অপরাধ সংঘটন হতে নিবৃত্ত করা সম্ভব হচ্ছে, যা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি বিএফআইইউ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একসময় বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও উন্নয়ন অংশীদার দেশের কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করলেও বর্তমানে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এপিজি'র ফোকাল পয়েন্ট, স্টিয়ারিং গ্রুপ, গভর্ন্যান্স কমিটি ও কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন, টাইপোলজি কর্মশালা আয়োজন, এপিজি'র মিউচ্যুয়াল ইভাল্যুয়েশনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে অংশগ্রহণ; এফএটিএফ এর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং বিশ্বব্যাংক ও এফএটিএফ এর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপে অংশগ্রহণ; জাতিসংঘের সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ; UNCAC এর ২য় পর্বে রিভিউয়ার হিসেবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্যানেলে অংশগ্রহণ; এগমন্ট গ্রুপের বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপে অংশগ্রহণ; Alliance for Financial Inclusion-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ; ভুটান ও মালদ্বীপের এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানসহ বিএফআইইউ এর কর্মকর্তাগণ এপিজি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার সক্ষমতা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। তাছাড়া, ভুটান ও নেপালের মিউচ্যুয়াল ইভাল্যুয়েশন মোকাবেলাসহ তাদের দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানে বিএফআইইউ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সচেতনতা, উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতা, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যমান মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে ২০৪১ সাল নাগাদ আমাদের উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে মর্মে আশা করা যায়।

বিএফআইইউ এর লোগো'র বর্ণনা

গাঢ় নীল রং সম্মিলিতভাবে সাহস, পুরুষোচিত তেজ, শক্তি এবং শুদ্ধতা-কে প্রতিনিধিত্ব করে। কিছু ক্ষেত্রে এটি শান্তি এবং ধৈর্যশীলতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। লোগোর কেন্দ্রে পানিতে ভাসমান শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া অসংখ্য নদীকে বুঝিয়েছে, চতুর্দিকের ঢালটি জাতির নিরাপত্তা এবং সুরক্ষাকে নির্দেশ করেছে। ভাসমান শাপলার উপর চারটি তারকা ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের চারটি মূলমন্ত্রঃ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র কে নির্দেশ করেছে। দুই পার্শ্বের ধানের শীষ বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য এবং নীচের পাট পাতা জাতির কৃষিকে নির্দেশ করেছে। ব্যাজ দিয়ে বেষ্টিত পুরো লোগোটি আত্মমর্যাদা এবং জাতির উন্নয়নে মহান দায়িত্বের বিষয়টি নির্দেশ করেছে।

এক নজরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকর ও প্রতিরোধমূলক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক খাতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ২০০২ সাল থেকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বিএফআইইউ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক প্রতিবেদন, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য, মিডিয়া রিপোর্ট, সাধারণ জনগণের অভিযোগ পর্যালোচনা করে মানিল্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট প্রেরণ করে। এছাড়া, বিএফআইইউ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সুপারভাইজর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে।

বিএফআইইউ এর রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা:

ক) ব্যাংক, খ) বীমাকারী, গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঘ) মানিচেঞ্জার, ঙ) অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান, চ) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, ছ) পোর্টফোলিও ম্যানেজোর ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, জ) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, ঝ) সম্পদ ব্যবস্থাপক, ঞ) এনজিও, ট) এনপিও, ঠ) সমবায় সমিতি, ড) মূল্যবান ধাতু ও পাথরের ব্যবসায়ী, ঢ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, ণ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী ও একাউন্টেন্ট, ত) ট্রাস্ট ও কোম্পানি সেবা প্রদানকারী, এবং থ) বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান- যারা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যত্রম বিএফআইইউতে রিপোর্ট করে থাকে।

জাতীয় সমন্বয়:

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি' ও উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 'ওয়ার্কিং কমিটি' কাজ করছে; যেখানে বিএফআইইউ যাবতীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএফআইইউ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তদন্তকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে দুই স্তরের টাস্কফোর্স কাজ করছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্ত:সংস্থা সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএফআইইউ এ পর্যন্ত দুদক ও এনবিআরসহ মোট ০৫টি স্টেকহোল্ডার সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংগঠন 'এগমন্ট গ্রুপ' এর সদস্য হিসেবে বিএফআইইউ বিশ্বের ১৬৭টি এফআইইউ এর সাথে সিকিউর ওয়েব লিংক এর মাধ্যমে সংযুক্ত। এছাড়া, বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে অদ্যাবধি ৭৮টি দেশের এফআইইউ'র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ফলে বিএফআইইউ বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে ।

সাধারণ জনগণের অভিযোগ:

বিভিন্ন উৎসের পাশাপাশি বিএফআইইউ নামে বা বেনামে দাখিলকৃত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট প্রেরণ করে থাকে। সাধারণ জনগণ নিম্ন ঠিকানায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত তাদের অভিযোগ দাখিল করতে পারেনঃ

পরিচালক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
১২ তলা, ২য় সংলগ্নী ভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিএফআইইউ এর ওয়েবসাইট (www.bfiu.org.bd)

গত ৭ মার্চ ২০২২ তারিখ বিএফআইইউ এর স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে বিএফআইইউ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সন্নিবেশের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের অভিযোগ দাখিলের (Lodge Complaint) সুযোগ রাখা হয়েছে; যেখানে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ পরিচয় গোপন রেখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান বা অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্তি পালন করছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরে বাংলাদেশ বিভিন্ন সেক্টরে প্রশংসনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছে। বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই উন্নয়নের মহাযাত্রায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের মত জটিল ও ক্রমবিবর্তনশীল সমস্যা মোকাবেলায় বিএফআইইউ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, যা পরিপালনে বিএফআইইউ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করার অপচেষ্টায় যারা লিপ্ত থাকেন, তারা দেশের শত্রু, মানবতার শত্রু। এরা নানাবিধ জাল-জালিয়াতি ও অনিয়মের মাধ্যমে আমাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিরূপণ করে তা প্রতিরোধে সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতি সফল করতে আমাদেরকে কার্যকরভাবে অপরাধের বিস্তার এবং অপরাধীদের অপরাধলব্ধ অর্থের ব্যবহার প্রতিরোধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সকল দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি রয়েছে, যেখানে বিএফআইইউ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের অপরাপর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার এদেশের সচেতন নাগরিকদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। এ চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্তর মন প্রথিত স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গঠনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ।

পরিশেষে, আমি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর সর্বাঙ্গীন সফলতা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম ২০০২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে মূল দায়িত্ব পালনকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে; যা অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এ উপলক্ষে, বিএফআইইউ একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সূচনালগ্ন থেকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণকারী সংস্থা Financial Action Task Force (FATF) এর সুপারিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪১ টি দেশের সংস্থা Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৯৭ সাল থেকেই সংস্থাটির বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুনাম ও সম্মান কুড়িয়েছে। APG কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ মেয়াদে সম্পাদিত ৩য় পর্বের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে 'Compliant country' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুই দশকে বাংলাদেশের এই অর্জনে বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসহ সকল রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন ও ধন্যবাদ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকিমুক্ত একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র নির্দেশনা বাস্তবায়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইনী কাঠামো আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। সকল পক্ষের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন এই দেশকে মানিলন্ডারিংসহ অন্যান্য আন্ত:রাষ্ট্রিক সংঘবদ্ধ অপরাধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মুক্ত রেখে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা।

(শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ)

চেয়ারম্যান
অ্যাসোসিয়েশন অব
ব্যাংকার্স বাংলাদেশ
লিমিটেড (এবিবি)

বাণী

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর ২০ বছর উদ্‌যাপন আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিশ্ব দরবারে একটি কমপ্লায়েন্ট দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এটি পুরো দেশ ও জাতির জন্য একটি বড় অর্জন। এমন পরিস্থিতিতে বিএফআইইউ এর ২০ বছর উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নি:সন্দেহে প্রশংসনীয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও বিএফআইইউ-এর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানদন্ডে দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই বরং উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে এবং এর অন্যতম সুবিধাভোগী গোষ্ঠি হলো ব্যাংকিং সেক্টর। কেননা, বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত রেটিং ভালো হবার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যয় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের পথ সুগম হয়েছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বিগত দশকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত যখন আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় De-Risking সংক্রান্ত ঝুঁকির মধ্যে পড়ে, সে বিষয়টিও বিএফআইইউ দক্ষ হাতে সামাল দিয়েছে।

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন পাস হওয়ার পর থেকেই বিএফআইইউ পুরো আর্থিকখাতে কমপ্লায়েন্স বিষয়ক দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রচুর সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করেছে। এতে ব্যাংকিং কার্যক্রমে অপরাধমূলক তৎপরতা প্রতিরোধে বা অপরাধমূলক কাজে ব্যাংক বা ব্যাংকের সেবার অপব্যবহার সনাক্ত ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি ও অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার মত পদক্ষেপসমূহ বিএফআইইউ-কে এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেছে। এই বিশেষ ক্ষণে আমি বিএফআইইউ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একইসাথে বিগত দুই দশকে অসাধারণ সাফল্য অর্জনের জন্য বিএফআইইউ-কে অভিনন্দন জানাই এবং আগামী দিনগুলোতে সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(সেলিম আর. এফ. হোসেন)